২০.১২.২০২৩

নং নং ৬ আদালত নং ৮

(জিসি)

২০১৭ সালের এফ এম এ ৮২১

২০১৭ সালের ১ ক্যান (পুরানো নম্বর: ২০১৭ সালের ২২৪১ সি এ এন)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

বনাম

কালিধন ব্যানার্জী ও অন্যরা

মিঃ সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞ এ. জি. পি. ,

জনাব রেজাউল হোসেন, ... আপিলকারীদের জন্য।

শ্রী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক, বিজ্ঞ এ. জি. পি. ,

... ডি. পি. এস. সি. এর জন্য , হুগলি।

শ্রী রঞ্জিত কুমার জয়সওয়াল,

শ্রী নন্দলাল প্রধান, ... উত্তরদাতাদের জন্য।

মিঃ সুরেশ চ. মান্না, ... উত্তরদাতা/রিট পিটিশনকারীদের জন্য।

১. ডব্লু পি সি আর সি নং ৪২২ (ডব্লু) এ জারি করা অবমাননা বিধির সাথে সম্পর্কিত ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখে সংশোধন করা ২৫ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের একটি আদেশের ফলে আপিলটি উদ্ভূত হয়েছে ২০১৫ এর ডব্লু পি নম্বর ৩২৯৫৯ (ডব্লু) থেকে উদ্ভূত ২০১৪ (কালীধন (কালীধন ব্যানার্জী ও অন্যরা বনাম নির্মলেন্দু অধিকারী ও অন্যরা)

২. ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে একটি আদেশ ছিল হুগলি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে ৯ই জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে রিট পিটিশনে গৃহীত আদেশের সম্মতিতে ৬৬ জনকে অনুমোদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে অবমাননার আবেদনে বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা পাস করা হয়। তারা রিট আবেদনকারী। এটা বিতর্কিত নয় যে চেয়ারম্যান, ডি. পি. এস. সি. . ,

এরপর ২০১৪ সালের ৮ই জানুয়ারি হুগলি পাস করা বিভিন্ন আদেশ উল্লেখ করে মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক অনুরূপ বিষয় পাশাপাশি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের নাম স্কুল শিক্ষা কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাদের মামলার সুপারিশে চেয়ারম্যান, ডি. পি. এস. সি., হুগলি নিম্নলিখিত তথ্যগুলিকে বিবেচনায় নিয়েছিল যা উক্ত চিঠি থেকে প্রদর্শিত হবে এবং সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে এখানে নিচে উল্লেখ করা হল:-

" (১) রিট পিটিশনের ২০৫ জনের মধ্যে ৬১ জন হল পূর্ববর্তী রিট পিটিশনের সি. ও. নং ৪৩২৩ অফ ১৯৯৪ হচ্ছে, যা বিচারপতি আলতামাস কবির ৭ই জুন, ১৯৯৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছিলেন, তখন তাঁর প্রভু ছিলেন৷

(২) ৭ই জুন, ১৯৯৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৯৪ তারিখের আগের আদেশটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং একটি পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছিল। এইভাবে, সি. ও. ১৯৯৪ সালের নং ৪৩২৩ নিম্নরূপ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

(৩) (ক) মে, ১৯৯১ তারিখে ডিভিশন বেঞ্চের আদেশের আলোকে, ১৯৯১ সালে রিপোর্ট করা হয় (১) সি.এল.জে. ৪৭৯, প্যানেল তৈরির সময় যেসব আবেদনকারীর মামলা বিবেচনা করা হয়নি তাদের মামলা বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে, আদেশের যোগাযোগ এবং নিয়োগের দুই মাসের মধ্যে আইনে অনুমোদিত হলে একটি সম্পূরক প্যানেল প্রস্তুত করতে তারপর থেকে

সম্পূরক প্যানেল, যদি আগে প্যানেল নিঃশেষ হয়ে যায়।

(খ) এই পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে যে ২০৫ জনের মধ্যে ১৯৭ জন প্রার্থী যাদের নাম স্পনসর করা হয়েছিল এবং বিবেচনা করা হয়েছিল, সেখানে কিছু নাম বিবেচনা করা হয়নি, অ্যাডহক কমিটি, হুগলি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিল প্যানেল তৈরির জন্য মামলাগুলি বিবেচনা করবে।

(গ) কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ নাম আছে কিনা তা দেখার ছিল বাকি আটজন প্রার্থী ছিলেন ভুলভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) মে , ১৯৯১ তে তারিখের রায় এবং আদেশ মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং ১৯৯৬ (৭) এস সি সি ৩৩৩ এ রিপোর্ট করা হয়েছিল।

৪. আবেদনকারীর সাথে বর্তমান ৬১ জন হলেন ১৯৭ প্রার্থীর মধ্যে যারা নিয়োগ পাননি। তাদের বায়ু চলাচলের অধিকার ১৯৯৬ (৭) এস সি সি ৩৩৩ তে প্রকাশিত রায়ে উপলব্ধ হিসাবে স্পষ্ট করা হয়েছিল। তাই রিট আবেদনকারীরা তাদের পক্ষে নিয়োগপত্র জারি করার জন্য কাউন্সিলকে বাধ্যতামূলক নির্দেশের জন্য অর্থ প্রদান করেছেন।

৫. রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান রিট আবেদনকারীরা অন্যান্য প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের সাথে কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টে সিও হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। ১৯৮৩ সালের ১৩৩৪০ নং এবং এটি মাননীয় বিচারপতি বি.সি. রয় ছিলেন। যে নিয়ম ছিল

উল্লিখিত রিট আবেদনটি অবশেষে মাননীয় বিচারপতি মহিতোষ মজুমদার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, কারণ তার লর্ডশিপ তখন কাউন্সিলগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জেলার শূন্যপদের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের প্যানেল করার জন্য অবিলম্বে এমনভাবে প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের প্রতিটি জেলার স্বীকৃত প্রাই-স্কুলগুলিতে শূন্যপদ পূরণের জন্য একটি নিয়োগ দেওয়া হয় যার জন্য প্যানেল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের রেফারেন্স দেওয়া হবে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের সামনে আপিলে উঠেছিল এবং ১৯৯৬ সালের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট করেছে (৭) এস সি সি ৩৩৩ বলেছিল যে রিট পিটিশনকারীরা যারা বহু বছর ধরে তাদের অবৈধ অভিযোগকে বায়ুচলাচল করছেন তাদের বিবেচনা করা থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। নিয়োগ শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে যে তারা বয়সের সীমা অতিক্রম করেছে। "

৩. এমন সুপারিশ সত্ত্বেও, স্কুল শিক্ষা কমিশনার করেননি ২০১৪ সালের ডব্লিউপি ৩২৯৫৯ (ডব্লিউ) হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যার ফলে ৯ই জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে একটি আদেশ গৃহীত হয়েছিল যাতে স্কুল শিক্ষা কমিশনার ঐ তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত উল্লিখিত আদেশের যোগাযোগ এবং এক সপ্তাহের মধ্যে রিট পিটিশনকারীদের কাছে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন। স্কুল শিক্ষা কমিশনার ইন উক্ত আদেশের কথিত সম্মতি ১৯ ই আগস্ট, ২০১৫ তারিখে একটি আদেশ পাস করেছে ডিপিএসসি, হুগলিকে আরও একবার নির্দেশনা বর্তমান রিটের দাবী যাচাই করার জন্য এর বিদ্যমান নীতি অনুসরণ করে আবেদনকারীরা রাজ্য সরকার বিরাজ করছে সময় এবং পাস যুক্তির বস্তুগত পয়েন্ট আদেশ সহিত কারণ সহ সমর্থিত আইন অনুযায়ী।

৪. স্কুল শিক্ষা কমিশনার ৮ই জানুয়ারী, ২০১৪ এবং ১লা আগস্ট, ২০১৪ তারিখের চিঠিটি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কমিশনার, অন্যভাবে, রিট পিটিশনকারীদের পক্ষে দাখিল রেকর্ড করেছেন যে তারা ১২ই মার্চ, ১৯৮১ তারিখের তৎকালীন জারি করা বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আবেদনকারী ছিলেন। সভাপতি, জেলা স্কুল বোর্ড, হুগলি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিয়োগের জন্য প্যানেলটি ১৯৮৩ সালে তৈরি করা হয়েছিল। তারপর থেকে তারা তাদের অভিযোগের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত ৯ই জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। স্কুল শিক্ষা কমিশনার সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত,ডি. পি. এস. সি. . , হুগলি।

৫. আবেদনকারী একটি অবমাননার পিটিশন দায়ের করেছেন৷ ৯ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখের আদেশের অ-সম্মতির জন্য। অবমাননার কার্যক্রমে, এটি রেকর্ড করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা - মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সফল হয়েছে এবং প্রায় ২৬ বছর ধরে মামলা লড়ছে এবং তারা তাদের নিয়োগের জন্য স্তম্ভ থেকে পদে ছুটছে। তাদের পক্ষে আদেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় একক জজ তারিখের চিঠিটি বিবেচনায় নিয়েছেন ৮ই জানুয়ারী, ২০১৪ চেয়ারম্যান, হুগলী জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীদের যোগ্য দুই বছর কেটে গেছে। এরপর কোনো পদক্ষেপ না নিয়েই স্কুলশিক্ষা বিভাগের নতুন কমিশনার অনুমোদনের জন্য ।উল্লিখিত উন্নয়ন সম্পর্কে অজান্তে ১৭ই জুন, ২০১৫ তারিখের আদেশের কথিত সম্মতিতে একটি রহস্যময় আদেশ পাস করেছিল এবং বিজ্ঞ একক বিচারক মনে করেছিলেন যে এটি তাঁর প্রভুত্বের আদেশের সম্মতি নয়।

৬. বিজ্ঞ একক বিচারকের নির্দেশনা উপর স্কুল কমিশনার

"মুলত বিকৃত তারিখে আদালতে অনুমোদনপত্র আনার" ফলে আপিল দাখিল করা হয়েছে। উপরোক্ত আদেশটি পরবর্তীতে ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে সংশোধন করা হয়েছিল। তবে, সংশোধনটি অসাবধানতাবশত টাইপোগ্রাফিক ত্রুটির বিষয়ে ছিল। এর উপাদান আদেশ অবশ্য অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

৭. আশ্চর্যজনকভাবে, প্রায় এক বছর পর ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখে আপিল দায়ের করা হয়েছিল এবং রেকর্ডটি দেখাবে যে ৭ই জুন, ২০১৭ তারিখে যখন বিষয়টি প্রথম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, তখন আপিলকারীদের প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি এরপর থেকে বিষয়টি বিচারাধীন। ৫ ই ডিসেম্বর, ২০২৩-এ স্কুল শিক্ষা কমিশনার তার মধ্যে লক্ষ্য করার পরে ১৭ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের চিঠিতে চেয়ারম্যান, ডি. পি. এস. সি. .কে অনুরোধ করা হয়েছিল , হুগলিকে যথাক্রমে ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এবং ১৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের মেমোতে চাওয়া প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানোর জন্য উল্লিখিত চিঠিতে করা প্রশ্নগুলির বিষয়ে এবং কমিশনারের তরফে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।স্কুল শিক্ষা বা চেয়ারম্যান, ডি. পি. এস. সি. . , হুগলির পরে আমরা উল্লিখিত কর্তৃপক্ষকে তাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে একটি হলফনামা দিয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম।

হলফনামা এবং দাখিল সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করে বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তি। মনে হচ্ছে যে উভয় কর্তৃপক্ষ তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং ১৭ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের চিঠির জবাব না দেওয়ার জন্য কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, আদালতে বিভ্রান্তি বিরাজ করে এবং সেইসাথে চেয়ারপারসন ডি. পি. এস. সি. হুগলি কোনও ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আপীলকারীরা প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য প্রদান করেছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য স্কুল শিক্ষা কমিশনার কর্তৃক উত্থাপিত জরুরীতার প্রতিক্রিয়া। যোগাযোগ ১৭ তারিখের জানুয়ারী, ২০১৭ নিঃসন্দেহে দেখাবে যে একটি সারণী ফর্ম প্রস্তুত করেছে সঙ্গে স্কুল শিক্ষা কমিশনার মো আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ অ্যাডভোকেটের জমা দেওয়া নথির সাহায্য ডিপিএসসি-এর চেয়ারম্যানের সাথে ভাগ করা হয়েছিল। , হুগলি উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুরোধ সহ। তবে ডি. পি. এস. সি. এর চেয়ারম্যান ড. , হুগলি কথিত চিঠিপত্র উপেক্ষা. উল্লেখিত চিঠির শেষ বাক্যটি ১৭ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে নিম্নরূপ পড়া: -

"এটিকে অত্যন্ত জরুরী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।"

৮. স্কুল শিক্ষা কমিশনারের এমন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও, ডিপিএসসি-এর চেয়ারম্যান , হুগলি বিজ্ঞ একক বিচারকের দেওয়া আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য স্কুল শিক্ষা কমিশনারকে সহায়তা করার প্রয়োজন মনে করেনি। একটি অবমাননার বিচারে, এটির কোন উত্তর নেই যে তারা আদেশটি পালন করেছে এবং তাই এই আদেশের কারণে একটি নতুন পদক্ষেপের কারণ দেখা দেয়। আসলে কমিশনার এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু উপকরণের অভাবে চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন। চেয়ারম্যান ডি. পি. এস. সি., হুগলি দ্বারা উপলব্ধ করা হয়েছে । ডি. পি. এস. সি. এর চেয়ারম্যান প্রকৃতপক্ষে, হুগলিকে আবারও অনুরোধ করা হয়েছিল বর্তমান রিট পিটিশনকারীদের দাবী যাচাই করার জন্য রাজ্য সরকারের বিদ্যমান নীতিমালার সময়গত সময়ে বিরাজমান এবং আইন অনুসারে যুক্তিযুক্ত কারণে সমর্থিত যুক্তিযুক্ত আদেশ পাস করার জন্য। একবার বিজ্ঞ একক বিচারক স্কুল শিক্ষা কমিশনারকে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

একটি সিদ্ধান্ত, ডিপিএসসি, হুগলি চেয়ারম্যানের কাছে তা অর্পণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। যাই হোক না কেন, পরবর্তী ঘটনাগুলি স্পষ্টতই চেয়ারম্যান, ডি. পি. এস. সি. . এর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা এবং অবহেলা প্রদর্শন করে। , হুগলি স্কুল এডুকেশন কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গকে প্রয়োজনীয় বিশদ প্রদান করে বিজ্ঞ একক বিচারকের দেওয়া আদেশ মেনে চলার জন্য। আমাদের জানানো হয়েছে যে অবমাননার বিচার বিচারাধীন আছে।

৯. চেয়ারপারসন, ডি. পি. এস. সি. . কর্তৃক দাখিল করা হলফনামা হুগলি এবং স্কুল শিক্ষা কমিশনার স্পষ্টতই নীরব যে উন্নয়নটি ১৭ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের যোগাযোগের পরে ঘটেছিল। মনে হচ্ছে তারা উল্লিখিতটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। চিঠি এবং এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মোকাবেলা করেন। স্কুল শিক্ষা কমিশনার চেয়ারম্যান, ডি. পি. এস. সি. . হুগলি, এর সাথে বিষয়টি অনুসরণ না করার জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেননি। , ১৭ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের অনুরোধের সাথে অ-সম্মতির জন্য।

১০. স্কুল শিক্ষা কমিশনারের আচরণেও আমরা অসন্তুষ্ট

চেয়ারম্যান হিসেবে, ডি. পি. এস. সি. . , হুগলি ,যে পদ্ধতিতে তারা এগিয়েছে সে ব্যাপারে । চেয়ারপারসন ডিপিএসসি দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেছেন। অভিযুক্ত সমালোচকরা এখন সেই নথিগুলি বাতিল করার চেষ্টা করছেন যেগুলির উপর আবেদনকারীরা নির্ভর করেছিলেন এবং খসড়াটি চেয়ারপারসন ডিপিএসসি-র কাছে প্রস্তুত ও ফরোয়ার্ড করার সময় চেয়ারম্যানের দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছিল, জরুরী প্রতিক্রিয়া জানাতে। তারা এখানে প্রাসঙ্গিক নথির অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে অবমাননার প্রক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না তবে অবমাননার কোনো চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হয়নি। অবমাননার কার্যধারাটি বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে তালিকাভুক্ত করা হবে যেটি এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হবে কারণ এই সত্যটি রয়ে গেছে যে পিটিশনকারীরা অভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ, ডি. পি. এস. সি. . , হুগলি এবং স্কুল শিক্ষা কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ।

১১. কথিত প্রতিযোগী উভয়ই সরকারী পদে অধিষ্ঠিত এবং আশা করা হচ্ছে যে তারা সত্য অক্ষরে এবং বাস্তবে আদেশটি মেনে চলবেন।

১২. আপিল খরচ সহ খারিজ হয়ে গেছে ৫০,০০০/- এ মূল্যায়ন করা হবে

স্কুল শিক্ষা কমিশনার ও চেয়ারপারসন ডি. পি. এস. সি. . সমানে হুগলি তাদের কাছ থেকে রিট আবেদনকারীদের অনুপাত নিজস্ব সম্পদ এবং জনসাধারণের কাছ থেকে রাজকোষ নয়।

১৩. যাইহোক, খরচ পরিশোধ সংরক্ষিত এবং নির্দেশিত, অবমাননা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত। যোগ্যতার উপর আবেদন ইভেন্টে বিজ্ঞ একক বিচারকের অভিমত যে অভিযুক্ত বিবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ লঙঘন করেছেন অবমাননা, উপরোক্ত খরচ অভিযুক্ত প্রতিটি হবে প্রত্যেকের দ্বারা প্রদেয় প্রতিযোগী ।

১৪. সে অনুযায়ী আপিল ও আবেদন খারিজ হয়ে ।

১৫. এর জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি আদেশ, যদি আবেদন করা হয়, পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে স্বাভাবিক উদ্যোগে ।

(বিচারপতি উদয় কুমার)

(বিচারপতি সৌমেন সেন)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।